FQH = 17,18

মুস্তাহাযা নারীর বিভিন্ন অবস্থা

ক.পূর্বোক্ত হায়েযের অভিজ্ঞতা সম্মন্ন

খ. প্রথমত: ইতি পূর্বে হায়েয হয় নাই

ক. ৩ দিনের বেশী ও ১০ দিনের মধ্যে রক্তস্রাব বন্ধ হয়ে যাবে

ক. ১০ দিনের ভিতরের সবগুলো দিন হায়েয হিসেবে ধরা হবে এবং তার অভ্যাস পরিবর্তন হয়েছে বলে বিবেচিত হবে।

খ. ১০ দিনের বাহিরেও রক্ত প্রবাহিত হবে

খ. পূর্বে হওয়া হায়েযের দিনগুলোতে ফিরে যেতে হবে। অত:পর সেই অভ্যাসকৃত দিনগুলো মাইনাস করে, বাকী দিনগুলো হায়েয ধরবে। আর অবশিষ্ট দিনগুলো ইস্তেহাযা বলে বিবেচিত হবে। অর্থাৎ কারো কোনো মাসে হঠাৎ ১২ দিন রক্তস্রাব হলো; আর সেই নারীর স্বাভাবিক প্রতি মাসে ৬ দিন রক্তস্রাব হয়ে থাকে অথবা গত মাসে তার ৬ দিন রক্তস্রাব হয়েছে; তাহলে তার ৬ দিন হায়েয ধরবে, আর বাকী ৬ দিন ইস্তেহাযা হিসেবে বিবেচিত হবে।

সর্বোচ্চ ১০ দিন হায়েয হিসেবে ধরা হবে আর বাকী দিনগুলো ইস্তেহাযা হিসেবে বিবেচিত হবে।

নিফাসের রক্ত

২য় সন্তান প্রসবের ক্ষেত্রে

অভ্যাসমত রক্ত বন্ধ না হওয়া

অভ্যাসের কম রক্ত আসা

নিফাস হিসেবে গণ্য হবে যদিও একদিন হয় এবং সতর্কতাবশত সালাত শুরু করে দিবে। তবে সহবাস জায়েজ হবে না পূর্বের অভ্যাসের দিন অতিবাহিত না হওয়া পর্যন্ত।

অভ্যাসের বেশী রক্ত আসা

৪০ দিনের কম সময়ে রক্ত বন্ধ হয়ে যাওয়া।

হুকুম: সব দিনগুলোই নিফাস হিসেবে গণ্য হবে এবং পূর্বের অভ্যাস পরিবর্তন হয়েছে বলে ধরা হবে

৪০ দিনের বেশী সময় রক্ত প্রবাহিত হয়ে হওয়া।

হুকুম: পূর্বের অভ্যাসের দিনগুলোর দিকে প্রত্যাবর্তন করত; পূর্বের অভ্যাসকৃত দিন মাইনাস করত; তা নিফাস হিসেবে ধরা হবে এবং অভ্যাসের অতিরিক্ত দিনগুলো ইস্তেহাযা বলে বিবেচিত হবে।।

অভ্যাসমত রক্ত বন্ধ হওয়া

১ম সন্তান প্রসবের ক্ষেত্রে

৪০ দিনের কম সময়ে রক্ত বন্ধ হয়ে যাওয়া।

হুকুম: সালাত শুরু করে দিবে এবং সহবাসও জায়েজ।

৪০ দিনের বেশী সময় রক্ত প্রবাহিত হয়ে হওয়া।

হুকুম: সর্বোচ্চ ৪০ দিন নিফাস ধরা হবে এবং অতিরিক্ত দিনগুলো ইস্তেহাযা বলে বিবেচিত হবে।।

নিফাস রিলেটেড আরো কিছু বিবিধ আহকাম

- যদি সন্তানের শরীর মাতৃগর্ভ হইতে অর্ধেকের বেশী বাহির হয়, তবে সেই রক্ত নিফাসের হুকুমে হবে, তার ঐ ওয়াক্তের নামায মাফ হয়ে যাবে; আর যদি অর্ধেকের কম বা বরাবর বাহির হয়, তবে তার প্রতি নেফাসের হুকুম আসবে না, সুতরাং ঐ ওয়াক্তের নামায (পরে কাযা) আদায় করে নিবেন।

- সন্তান স্বাভাবিক নিয়মে ভূমিষ্ট হোক বা সিজারের মাধ্যমে হোক, ভূমিষ্ট হওয়ার পর মহিলার যে রক্তস্রাব আসে তা নেফাস বলেই গণ্য হবে। হায়েজ হিসেবে নয়। তাই চল্লিশ দিনের ভেতরে স্রাব বন্ধ না হলে স্ত্রী সহবাস হারাম এবং তার নামাজ পড়া বন্ধ থাকবে। তবে চল্লিশ দিনের ভেতরে যেদিন-ই স্রাব বন্ধ হবে সেদিন থেকে গোসল করার পর সবকিছু বৈধ হবে। আলবাহরুর রায়েক ১/২১৮; আদ্দুররুল মুখতার ১/২৯৯; ফাতাওয়া হিন্দিয়া ১/৩৭

- দৃশ্যমান অঙ্গ-প্রত্যাঙ্গসম্পন্ন মানব সন্তান প্রসবের পর যে রক্তস্রাব বের হয় তাকে নিফাস বলে।

আর যদি এমন সন্তান প্রসব হয়;
যার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দৃশ্যমান নয় তাহলে এর কয়েকটি অবস্থা হতে পারে,

১. হয়তো গর্ভ শুরু হওয়ার প্রথম চল্লিশদিনের পূর্বেই গর্ভপাত হবে। যদি এরূপ হয় তবে তা পঁচা রক্ত বলে ধরা হবে। এমতাবস্থায় নারী নামাজ পড়বে ও রোজা রাখবে।
২. আশিদিন পর গর্ভপাত ঘটবে। তাহলে এটাকে নিফাসের রক্ত বলে ধরা হবে।
৩. আর যদি চল্লিশদিন থেকে আশিদিনের মধ্যে গর্ভপাত ঘটে তবে দেখতে হবে, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের আলামত প্রকাশ পেয়েছে কি না, যদি আলামত প্রকাশ পেয়ে থাকে তবে তা নিফাসের রক্ত বলে ধরা হবে। অন্যথায় তা পঁচা রক্ত বলে ধরা হবে।
নেফাসের সময়ের মধ্যে একেবারে সাদা রং ব্যতীত যে রঙেরই রক্ত আসুক না কেন তা নেফাসের রক্ত হিসেবেই গণ্য হবে।

- নেফাসের পর হায়েয হওয়ার মধ্যবর্তী সময়ে পাক থাকার সময় কমপক্ষে ১৫ দিন।
- নেফাসের সর্বোচ্চ সময়সীমা হল ৪০ দিন। ৪০ দিনের মাঝে রক্ত বন্ধ হবার পর যদি আবার ৪০ দিনের মধ্যেই রক্ত দেখা যায়, তাহলে সেটিকে নেফাসের রক্তই ধরা হবে; হায়েজের নয়।

- যদি কিছুদিন রক্ত আসে, আবার বন্ধ হয়ে যায়, আবার রক্ত আসে, আবার বন্ধ হয়ে যায়। তাহলে ৪০ দিন পর্যন্ত নেফাসের রক্তই আসছে বলে ধর্তব্য হবে।
- কোন মহিলার ৪০ দিনের পরেও রক্তপাত হয়; এবং তিনি পূর্বে আরও সন্তান প্রসব করে থাকেন, তাহলে পূর্বের নিয়ম অনুযায়ী নেফাস গণনা করবে; আর অবশিষ্ট দিন ইস্তেহাজা হিসাবে গণ্য করা হবে। যেমন কোন মহিলার চব্বিশ দিনে পাক অভ্যাস ছিল। পরের প্রসবে একচল্লিশ দিন স্রাব হইয়া বন্ধ হইল। এমতাবস্থায় পূর্বের নিয়ম অনুযায়ী চব্বিশ দিন নিফাস ধরে বাকী সতের দিন ইস্তেহাজা ধরবে এবং চব্বিশ দিনের পর হতে চল্লিশ দিন পর্যন্ত ষোল দিনের নামায কাজা আদায় করবে।
- যদি বাচ্চা জন্ম হবার পর কোন মেয়েলোকের মোটেই রক্ত না আসে, তবুও বাচ্চা হওয়ার পর তার গোসল করা ওয়াজিব।

পবিত্রতার আহকাম

هو المدة التي تفصل بين حيضتين أو بين حيض ونفاس

দুই হায়েযের মধ্যবর্তী পবিত্র থাকার সময়কে ফিক্বহের পরিভাষায় তুহুর বা পবিত্রতা বলা হয়।

أقل الحيض ثلاثة أيام، وأكثره عشرة، وأقل ما بين الحيضتين خمسة عشر يوما

পবিত্রতার সময়: দুই হায়েযের মধ্যবর্তী পবিত্রতার সর্বনিম্ন সময় ১৫ দিন। আর সর্বোচ্চ কোনো সময়সীমা নেই। মাসের পর মাসও কেউ পবিত্র থাকতে পারে।

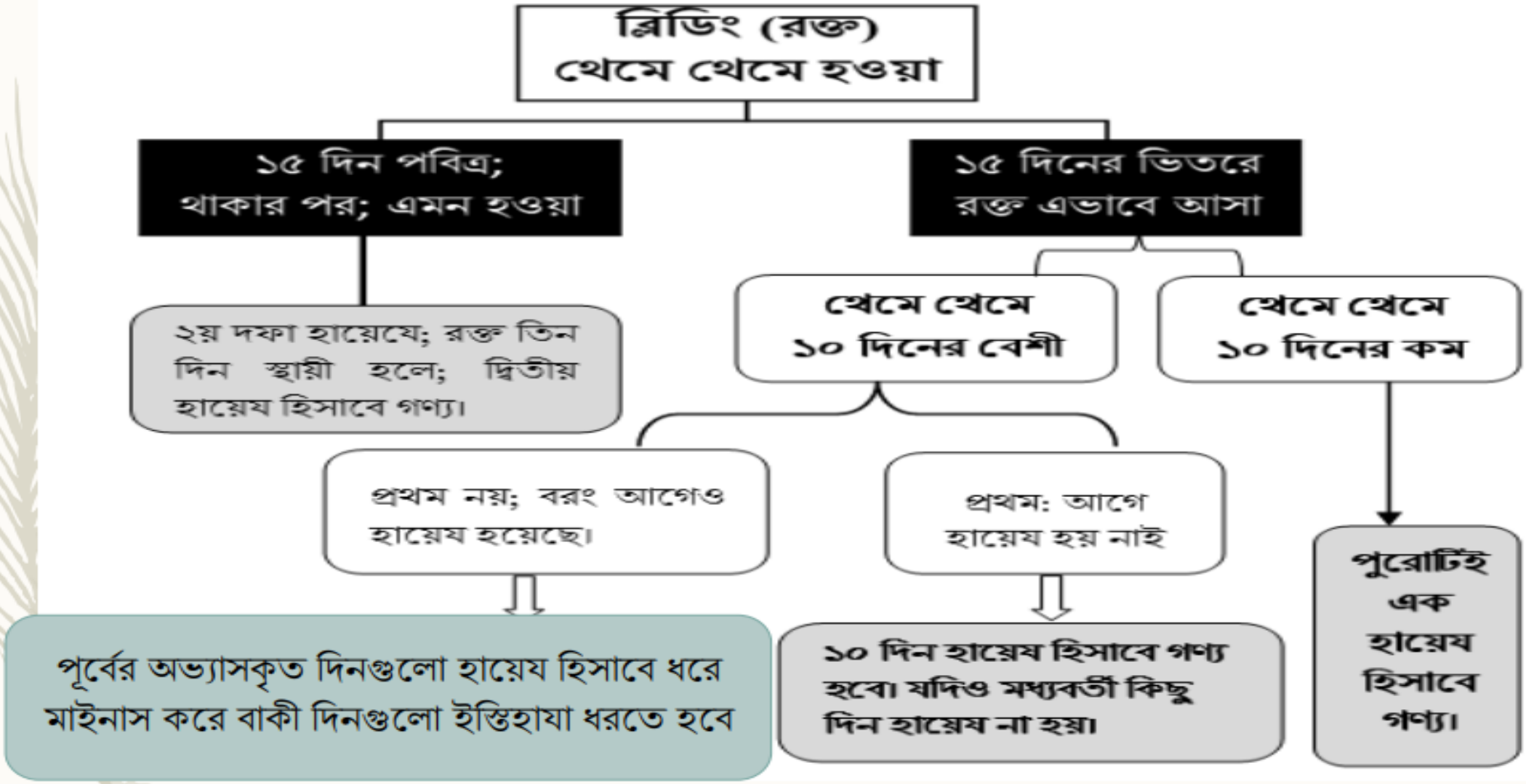
ব্লিডিং (রক্ত)
থেমে থেমে হওয়া
১৫ দিন পবিত্র;
থাকার পর; এমন হওয়া
১৫ দিনের ভিতরে
রক্ত এভাবে আসা
২য় দফা হায়েযে; রক্ত তিন দিন স্থায়ী হলে; দ্বিতীয় হায়েয হিসাবে গণ্য।
থেমে থেমে
১০ দিনের বেশী
থেমে থেমে
১০ দিনের কম
প্রথম নয়; বরং আগেও হায়েয হয়েছে।
প্রথম: আগে হায়েয হয় নাই
পূর্বের অভ্যাসকৃত দিনগুলো হায়েয হিসাবে ধরে মাইনাস করে বাকী দিনগুলো ইস্তিহাযা ধরতে হবে
১০ দিন হায়েয হিসাবে গণ্য হবে। যদিও মধ্যবর্তী কিছু দিন হায়েয না হয়।
পুরোটিই এক হায়েয হিসাবে গণ্য।

১৫ দিন পবিত্র থাকার উদাহরণ

১. যদি কারো ৩ দিন ৩ রাত রক্ত দেখা দেয় তারপর ১৫ দিন পাক থাকে, তারপর আবার তিন দিন তিনরাত হায়েয দেখা দেয়, তবে পূর্বের ৩ ও পরের ৩ দিন হায়েয ধরে ১৫ দিন পবিত্রতা ধরবে।

২. যদি কারো হায়েয শেষ হওয়ার পর ১৫ দিন পবিত্র থাকে তারপর রক্ত দেখা দেয় এবং ৩ দিন ৩ রাত পূর্ণ হওয়ার আগেই রক্ত বন্ধ হয়ে যায়, এরপর পুনরায় ১৫ দিনের বেশি পবিত্র থাকে তাহলে আগের রক্ত ইস্তেহাযা ধরবে এবং ছেড়ে দেয়া নামাজ কাযা করবে। কারণ তিনদিনের কম হায়েয হয় না।

১৫ দিনের ভিতর থেমে থেমে রক্ত আসার উদাহরণ (১০ দিনের কম আসা)

১. তিনদিন হায়েয আসার পর ৪/৫/৬ বন্ধ থাকার পর, আবার সপ্তম দিন শুরু হয়ে দশদিন পর্যন্ত স্থায়ী; এক্ষেত্রে সম্পূর্ণ দশ দিনকেই হায়েয হিসেবে গণনা করা হবে। অর্থাৎ সাতদিন পরবর্তী আরো তিন দিন হায়েয হিসেবে পরিগণিত হবে।

থেমে থেমে ১০ দিনের বেশী

১. হায়েয বন্ধ হওয়ার পর দশ দিনের ভিতর আবার যদি হায়েয চলে আসে, তাহলে পূর্বের পবিত্রতার বিধান খতম হয়ে যাবে। চায় এমন পরিস্থিতির সম্মুখীন ঐ মহিলা প্রথমবার হোক বা এ ব্যাপারে অভ্যস্ত থাকুক। যেমন ঐ মহিলা পূর্বে পবিত্রই হয়নি।

২. কারো ১ অথবা ২ দিন রক্ত দেখা দিলো তারপর ১ অথবা ২ দিন পাক থাকলো তারপর আবার ১ অথবা ২ দিন রক্ত দেখা দিলো তাহলে পুরো সময়টাকে হায়েয ধরতে হবে, যদিও সে মাঝের রক্ত বন্ধের সময়টার কারণে ইস্তিহাযা বুঝে নামাজ পড়ুক না কেন, পরে আবার রক্ত আসলে পুরো সময়টা হায়েয ধরবে।

৩. কারো ১ অথবা ২ দিন রক্ত দেখা দিলো তারপর ১৫ দিনের কম সময় রক্ত বন্ধ রইলো, ধরুন দশ-বারো দিন পবিত্র রইলো তারপর আবার রক্ত দেখা গেল, তখন সে রক্ত দেখা যাওয়ার প্রথমদিন থেকে গুণে তার অভ্যাসের দিন পর্যন্ত হায়েয ধরবে এবং বাকিদিনগুলো ইস্তেহাযা ধরবে।